সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

[তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস এবং আধুনিক তথ্যাবলি
ও বর্তমান অবস্থার আলোকে সূরা কাহাফের অধ্যয়ন]

মূল :
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন
শিক্ষক, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম
মুসলিম বাজার, মিরপুর-১২, ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

মূল	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ	মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন
তৃতীয় মুদ্রণ	এপ্রিল ২০১৯
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৭
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯।

মূল্য : ২৪০/- (দুইশো চল্লিশ টাকা)

EMAN O BOSTUBADER SONGHAT
Writer : Abul Hasan Ali Nadvi rh. Published by : Rahnuma Prokashoni.
Price : Tk. 240.00, US $ 05.00 only.

ISBN 978-984-90617-6-2
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
www.rahnumabd.com

দারুল উলূম ওয়াকফ স্টেটের সাবেক মুহাদ্দিস
আমাদের উসতাযে মুহতারাম, শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা আবু জাফর কাসেমী
যাঁর সান্নিধ্যে ঈমান জেগে ওঠে!

–সাদ আবদুল্লাহ মামুন

শোকরনামা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত এটি সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর লেখা *আস-সিরাউ বাইনাল ঈমানি ওয়াল মাদ্দিয়াত* (الصراع بين الإيمان والمادية)-এর অনুবাদগ্রন্থ। আরবী কিতাবটির উর্দু সংস্করণের নাম *মাআরেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত* (معركہ ایمان ومادیت)। সূরা কাহাফের আলোচিত অন্যতম ৪টি বিষয় : আসহাবে কাহাফ, দুই বাগিচার মালিক, হযরত মুসা ও খিযির আলাইহিমাস সালামের সফর এবং বাদশা যুলকারনাইন। এ চারটি বিষয়কে নির্ভর করে অসাধারণ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন হযরত নদভী রহ.।

হযরত নদভী রহ.-এর রচনামাত্রই পাঠকের ঈমানকে জাগিয়ে তোলে। চিন্তা ও চেতনাকে শানিত করে। বিবেক ও বিবেচনাকে আন্দোলিত করে। আমাদের ধারণা, এ গ্রন্থে তাঁর লেখার সেইসব প্রসাদগুণ যেন আরও মাত্রা পেয়েছে।

বছর কয়েক আগের কথা। দরস-তাদরীসেই সময় কাটছিল। পাশাপাশি কিছু একটা লেখার তেমন কোনো চেষ্টা হচ্ছিল না। এমন নিষ্ফল সময় ব্যয় করছি জেনে আমাদের প্রতি মুশফিক, সময়ের ঈমানী চেতনাদীপ্ত সাংবাদিক হৃদয়জাগানিয়া সাহিত্যিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব আমাকে ও সহকর্মী মাওলানা শামীম আহমাদকে মূল লেখার পাশাপাশি কিছু অনুবাদের কাজ করার পরামর্শ দেন। তাঁর কল্যাণেই এর সপ্তাহখানেক পর (১২ জানুয়ারি ২০১৩) *রাহনুমা প্রকাশনী* থেকে এ কিতাবটির উর্দু পাণ্ডুলিপি হাতে আসে।

চার বছর পর নানান বাঁধ ও বাধা পেরিয়ে অনুবাদের এ ডুবো ডুবো তরীটি ঘাটে এসে সহী সালামতেই নোঙর করে! তখন সবটা হৃদয় প্রেমকণ্ঠে গেয়ে ওঠে—শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

এ শুভক্ষণে মনে পড়ে আমাদের উসতাযে মুহতারাম মুফতী আবদুল ওয়াহিদ কাসেমী দা. বা.-এর কথা। তিনি লেখালেখির বিষয়টিকে পছন্দ করেন। তাঁর শাগরিদদের এ ব্যাপারে প্রায়ই তিনি উদ্দীপ্ত করেন। এ অভাজনও হযরতের উৎসাহ পেয়ে আসছি তালেবে ইলমের যামানা থেকে। আল্লাহ, আপনিই তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

অনুবাদের কাজটি সমাপ্তিতে এসে পৌঁছুতে সহযোগিতা করেছেন অনেক বন্ধু-ই। সঙ্গ দিয়ে প্রীত করেছেন লেখক শামীম আহমাদ ও বন্ধুপ্রিয় মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন। প্রুফ দেখে দিয়েছে স্নেহের আবু হুরাইরা ও জহুরুল ইসলাম। নাম-বলা না-বলা সব বন্ধুদের জন্যই কামনা—জাযাহুমুল্লাহ!

বইটি প্রকাশ করছে *রাহনুমা প্রকাশনী*। কামনা করি, প্রকাশনায় তারা 'রাহনুমা' হয়ে উঠুক।

আল্লাহ তাআলা আসলাফ ও আকাবিরের মতো আমাদেরও কবুল করুন। আমীন।

দুআর মুহতাজ
সাদ আবদুল্লাহ মামুন
ঢাকা। ১৬ আগস্ট ২০১৭

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাআরেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত (معركه ايمان و ماديت)—এটি আমার আরবী কিতাব *আস-সিরাউ বাইনাল ঈমানি ওয়াল মাদ্দিয়াত*-এর (الصراع بين الإيمان والمادية) উর্দু তরজমা। ১৩৯০ হিজরী (১৯৭১ ঈ.) সনে কিতাবটি কুয়েতের দারুল কলম থেকে প্রকাশিত হয়। কিতাবটির উর্দু তরজমা করেছে আমার অধিকাংশ আরবী কিতাবের উর্দু-অনুবাদক, *আল-বাআছুল ইসলামী*র সম্পাদক, প্রিয় ভাতিজা মাওলানা মুহাম্মাদ হাসানী।

এ কিতাবে অধিকাংশ আয়াতের তরজমা নেওয়া হয়েছে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ.-এর *তরজমানুল কুরআন* থেকে। কেননা, তাঁর তরজমার সঙ্গে আমার এ কিতাবের বিষয়, ভাব ও রচনারীতির অন্তরঙ্গতা রয়েছে। যেখানে তাঁর তরজমা নিতে পারিনি, সেখানে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর *তাফহীমুল কুরআন* এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর *বয়ানুল কুরআন* থেকে সহযোগিতা নিয়েছি।

প্রিয় পাঠক, কিতাবটি কীভাবে লিখিত হয়েছে, এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য কীভাবে পূর্ণতার স্তরগুলো অতিক্রম করেছে, এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবস্থা ও প্রকৃতি কী, এর বিষয়বস্তু গ্রহণের উৎস কী, এবং কোন-কোন হযরতের তাহকীক ও মতামত থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে, এ কিতাবের সঙ্গে বর্তমান যুগ-যামানার কী সম্পর্ক, এবং এ সূরা থেকে কী রাহনুমায়ি ও রোশনি, কী আলো ও হেদায়েত হাসিল হবে—এসব প্রশ্নের জবাব আপনি নিজেই কিতাবটির মধ্যে পেতে থাকবেন।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রত্যাশা—কিতাবটি অধ্যয়নে সূরা কাহাফের উলুম ও হাকায়েক, প্রকৃত জ্ঞান ও নিগূঢ় বাস্তবতার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে সহজ হবে; এবং কুরআন মাজীদের বিস্তৃত-ব্যাপক ইলম অনুধাবন ও গবেষণায় সহযোগী হবে। মহান আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা!

আবুল হাসান আলী নদভী

দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলি, ভারত।

২৩ মুহাররম ১৩৯২ (১০ মার্চ ১৯৭২)

সূচিপত্র

আসহাবে কাহাফ

সূরা কাহাফের সঙ্গে আমার পরিচয়———১৭
আখেরি যামানার ফেতনার সঙ্গে সূরা কাহাফের সম্পর্ক———১৯
সূরা কাহাফের আলোচ্য বিষয় শুধু একটি———২১
দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের প্রভাব———২৪
ইহুদি-খৃস্টানদের পারস্পরিক চরিত্র———২৮
সূরা কাহাফের চার ঘটনা———৩৪
দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি দু'টি———৩৪
সূরা কাহাফ ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাতের বিবরণ———৩৮
আসহাবে কাহাফের ঘটনা———৩৮
খৃস্টানদের মধ্যে আসহাবে কাহাফের আলোচনা———৩৯
কুরআন মাজীদ এ ঘটনাকে কেন নির্বাচন করেছে———৫৭
আসহাবে কাহাফের সঙ্গে মক্কার মুসলমানদের মিল———১৬৩
ইতিহাস আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়———৬৮
মূর্তিপূজা ও উচ্ছৃঙ্খল শাসনকাল———৭১
আপোষহীন মুমিন———৭২
বিশ্বাসহীন জীবন ও জীবনহীন বিশ্বাস———৭৬
জন্মভূমি ত্যাগের সঠিক নিয়ম———৭৭
ঈমান ও যৌবন এবং আল্লাহর দিকে পালানোর পুরস্কার———৭৭
ঈমানী গুহার জিন্দেগি———৮১
রোমে ক্ষমতার পালাবদল———৮২
গতকালের নির্বাসিতরা আজ বীরপুরুষ———৮৫
বস্তুবাদের ওপর ঈমানের বিজয়———৮৯

দাজ্জালি সভ্যতায় বস্তুবাদ ও তার প্রভাব———৯৩
ইনসাফ ও পরিমিতি কেবল ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য———৯৬

দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা———১০০
বস্তুবাদের সংকীর্ণতা———১০১
সূরা কাহাফের রুহ———১০৬
দিল থেকে মাশাআল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলা———১০৬
দুই বাগিচার মালিকের শিরক———১১১
বর্তমান যুগের শিরক———১১২
কুরআনের রৌশনিতে দুনিয়ার জীবন———১১৫
ইসলাম ও বস্তুবাদী দর্শনের মাঝে পার্থক্য———১২১
নবুওয়াতি মাদরাসার ছাত্র এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি———১২৪
আখেরাতের বিষয়ে আধুনিক সভ্যতার দুর্বলতা———১২৭
নববী দাওয়াত আর সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাঝে পার্থক্য———১২৯
শক্তির উৎস এবং অগ্রসরতার চালিকাশক্তি———১৩০
সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই———১৩১

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও
হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা———১৩৪
আশ্চর্য ও বিস্ময়ের সমাবেশ———১৩৭
বাস্তবতা কত আশ্চর্যময়———১৩৯
মানব-জ্ঞান অসম্পূর্ণ———১৪২
বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ———১৪৪

যুলকারনাইন বাদশা———১৪৬
যুলকারনাইন ও লৌহপ্রাচীর-নির্মাণ———১৪৬
নেককার ও সংশোধনকারী বাদশা———১৫২
মুমিনের দূরদর্শিতা এবং দীনি উপলব্ধি———১৫৭

স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা পশ্চিমাদের স্বভাব———১৫৯
বস্তুবাদী সভ্যতার শেষ পরিণাম———১৬১
দাজ্জালের আলামত নাস্তিকতা ও বিপন্নতা———১৬২
জীবন-জগতে দাজ্জালের প্রভাব———১৬৫
মনে করবে আমরা অনেক ভালো কাজ করছি———১৬৮
মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি———১৭১
নবুওয়াতের জরুরত এবং নবীর স্বাতন্ত্র্য———১৭৪
শেষকথা———১৭৬

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

আসহাবে কাহাফ

সূরা কাহাফের সঙ্গে আমার পরিচয়

জীবনের শুরু সময় থেকে জুমার দিন যেসব সূরা তেলাওয়াত করা আমার আমল ও অভ্যাস, তার মধ্যে সূরা কাহাফ অন্যতম।[১] হাদীস শরীফ অধ্যয়নের সময় দেখলাম, নিয়মিত সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করার এবং এটি মুখস্থ করার জন্য একাধিক হাদীসে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সূরা কাহাফকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজতের মাধ্যম বলা হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه.

---

১. আমলের এ অভ্যাসটি মূলত আমার মরহুমা আম্মাজানের তরবিয়তের নতিজা। তিনি সবসময় আমাকে তাকিদ করতেন, আমি যেন জুমার দিন সূরা কাহাফ অবশ্যই পড়ি। তিনি প্রায় সময়ই আমার থেকে হিসাব নিতেন, সূরা কাহাফের আমল হয়েছে কি না। সূরা কাহাফ এভাবে পড়তে পড়তেই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আম্মাজান কুরআন শরীফের হাফেযা ছিলেন। তিনি দীনি বিষয়ে ব্যক্তিগত অধ্যয়নে ছিলেন অনন্যা। তাহযিব-তামাদ্দুন ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তিনি ছিলেন বিশেষ গুণ ও রুচির অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র মানসিকতার উচ্চ মানের কবিপ্রতিভা দান করেছেন। তাঁর দোয়া ও মুনাজাত, দরূদ ও সালাম, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ভরসা ও হৃদয়োত্তাপ এ সবই ছিল মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর নিবেদিত হৃদয় ও আত্মার বিনীত প্রকাশ। তিনি ১৩৮৮ হিজরীর জুমাদাল উলায় ইন্তেকাল করেন।

অর্থ : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে পড়বে, কেয়ামতের দিন তার জন্য একটি নূর প্রকাশ পাবে। যা তার স্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে। আর যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত পড়বে, এরপর যদি দাজ্জাল বের হয়, দাজ্জাল তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (*মুসতাদরাকে হাকেম* : ২০২৭)

ইবনে মারদুইয়্যা রহ. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার সূরা কাহাফ পড়বে, সে আট দিন পর্যন্ত ফেতনা থেকে হেফাজত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তা হলে তার ফেতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (*সহীহ মুসলিম* : ৩৩৪৮, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৩৪২)

অন্য হাদীসে হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত পড়বে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত থাকবে। (*মুসনাদে আহমাদ* : ২৬২৪৪)

বহু হাদীসে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করার দ্বারা দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত ও নিরাপদ থাকার ফজিলত বর্ণিত আছে। কোনো হাদীসে প্রথম ১০ আয়াতের কথা রয়েছে। কোনো হাদীসে শেষ ১০ আয়াতের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় রয়েছে সূরা কাহাফে।

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, এ সূরার মধ্যে বাস্তবেই এমন অর্থ ও তাৎপর্য, এমন বার্তা ও সতর্কতা, পরামর্শ ও পথনির্দেশ, উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে—যা দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচাতে পারে। যে ফেতনা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বারবার পানাহ চেয়েছেন। এর থেকে বাঁচার জন্য উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, যা সবচেয়ে বড় আখেরি ফেতনা, যার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَّالِ.

অর্থ : আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ঘটনা নেই। (*সহীহ মুসলিম* : ৫২৩৯)

আমি ভাবতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআন মাজীদ এবং এর রহস্য ও ইলম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচা ও রক্ষার জন্য কুরআনের সকল সূরার মধ্যে এ সূরাকে নির্বাচন করলেন কেন?

আখেরি যামানার ফেতনার সঙ্গে সূরা কাহাফের সম্পর্ক

আমার অন্তর এ রহস্য জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমি জানতে চাই, সূরা কাহাফের এ বৈশিষ্ট্য কী? দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত ও রক্ষার যে খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন, সূরা কাহাফের সঙ্গে তার অর্থগত ও যৌক্তিক এ সম্পর্কটা কী? কুরআন মাজীদে ছোট-বড় সব ধরনের সূরা রয়েছে। আখেরি যামানার ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য অন্য সব সূরা বাদ দিয়ে এ সূরা নির্বাচন করার কারণ কী? এমন জবরদস্ত খাসিয়াত ও শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য কী আছে, যা শুধু এ সূরার মধ্যেই রয়েছে!

গভীর জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ এবং প্রথম স্তরের মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, সূরা কাহাফে আখেরি যামানার ৮০টির

মতো ফেতনা সম্পর্কে বর্ণনা, ইশারা ও ইঙ্গিত রয়েছে। সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে যে নতিজা প্রকাশ পায় তা হলো, এ সূরার মধ্যে দাজ্জালি ফেতনা সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা ও নির্দেশনা রয়েছে।[১]

সংক্ষেপে আমার কাছে এ সূরা সম্পর্কে যা মনে হয়েছে, তা হলো সূরা কাহাফ কুরআনের জরুরি এমন একটি একক সূরা, যার মধ্যে শেষ যামানার ছোট-বড় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফেতনা থেকে বাঁচার সবচেয়ে বেশি উপায় ও উপকরণ রয়েছে। এর মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা সবার আগে। এ সূরায় ফেতনাসমূহের গতি ও প্রকৃতি যেমনিভাবে বর্ণিত আছে, তেমনিভাবে সেগুলো থেকে বাঁচা ও পরিত্রাণের সমাধানও রয়েছে। সূরা কাহাফে এমন সতর্কবাণী রয়েছে, যা দাজ্জালের মতো ভয়ঙ্কর ফেতনাকেও রুখে দিতে পারে এবং দাজ্জালের প্রভাব, প্রলয়কে পরাস্ত করতে পারে। এ সূরা আখেরি যামানার ফেতনাগুলোকে যেভাবে চিহ্নিত করতে পারে, তেমনি সেগুলোকে নিশ্চিহ্নও করতে পারে। ছোট-বড় যে কোনো ফেতনাকেই এই সূরা নির্মূল করতে পারে। কেউ যদি এ সূরার সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক করে নেয় এবং এর অর্থ ও মর্মার্থ মনে-প্রাণে গেঁথে নেয়, যার পদ্ধতি হলো এ সূরা মুখস্থ করে নেওয়া এবং বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, তা হলে সে কেয়ামতপূর্ব সব ধরনের ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে। দাজ্জালের মতো ভয়ঙ্কর ফেতনা থেকেও হেফাজত ও নিরাপদ থাকবে।

---

১. আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনি রহ. (৯৮৬ হি.) বলেন, আখেরি যামানার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মুসিবত হবে দাজ্জালি ফেতনা। এর থেকে হেফাজত লাভের জন্য হাদীস শরীফে সূরা কাহাফ নিয়মিত তেলাওয়াত করার তাকিদ করা হয়েছে। যেভাবে আসহাবে কাহাফ জালেম বাদশার কুফুরি ফেতনা থেকে ঈমানসহ হেফাজত ও নিরাপদ ছিল, সূরা কাহাফের আমলকারী ব্যক্তিও এভাবে হেফাজত ও নিরাপদ থাকবে। এবং প্রত্যেক ওই দাজ্জাল, যে কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে, সূরা কাহাফের আমলকারী তার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

আমার মনে হয়, সূরা কাহাফের এ স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির কারণে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল। (*মাজমাউ বিহারিল আনোয়ার*)